সমকাল

তারিখ ... 04 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

ভোট ঠেকাতে ৫৩১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পোড়ানো হয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিরোধের নামে সারাদেশের ৫৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল মসলবার রাজধানীর দক্ষিণ খানে পুড়িয়ে দেওয়া ফায়েদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রাথমিক হিসাবে সারাদেশে ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১টি মাদ্রাসা ও ৯টি কলেজ আগুনে পুড়েছে। এর মধ্যে কোনোটি পুরোপুরি, কোনোটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর পিপলিরই তা খতিয়ে দেখে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত, সংস্কার বা নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাত হবে কি-না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, বিকল্পভাবে সেগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া হবে।

নির্বাচন প্রতিরোধের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সভ্যতাবিনাশী অপকর্ম এ দেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে জঘন্য নজির বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এ ধরনের জঘন্য, বর্বরোচিত অমানবিক হামলা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিএনপির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আন্দোলনের আড়ালে সন্ত্রাস ও নাশকতা চালাচ্ছে।'

পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।